

কেমন হবে একজন তালিবুল ইলম !

ইলম হলো নূর।

মানুষ যখন তার বুকের ভেতরে এই নূর গ্রহণ করতে সক্ষম হয় তখন তার জীবন সম্মান ও মর্যাদা পূর্ণ হয়ে ওঠে। ইলম ছাড়া মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য বিধান হয় না তবে এই ইলম অর্জনেরও কিছু দাবি আছে।

হযরত আলী রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইলমের মর্যাদা বেশি না সম্পদের ? তিনি বলেছিলেন : ইলম।

পুনরায় প্রশ্ন করা হয়েছিল : এর প্রমাণ কি ? তিনি বলেছিলেন : ইলম হল নবীগণের “মিরাস”। আর সম্পদ হলো ফেরাউনের উত্তরাধিকার।

ইলম ও সম্পদের পার্থক্য হল ইলমের দ্বারা বন্ধুত্ব বাড়ে, আর সম্পদের কারণে শত্রুতা বাড়ে। ইলম চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, অথচ সম্পদের কোনো নিরাপত্তা নেই। ইলম পুরাতন হলে পাকাপোক্ত হয় আর সম্পদ পুরাতন হলে তার দাম কমে যায়। ইলমের অধিকারী ব্যক্তির মর্যাদা ধীরে ধীরে বাড়ে থাকে আর সম্পদশালীর বাড়ে লাঞ্ছনা। খরচ করার দ্বারা ইলম বাড়ে, পক্ষান্তরে সম্পদ খরচ করলে তা ফুরিয়ে যায়। পরকালে ইলমের কোন হিসাব দিতে হবে না, অথচ সম্পদের হিসাব দিতে হবে কড়ায়-গন্ডায়। ইলমের দ্বারা অন্তর আলোকিত হয়, অথচ সম্পদের দ্বারা অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।

ইলম মানুষকে হেফাজত করে আর মানুষ হেফাজত করে ইলমকে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপুল ইলমের অধিকারী হতে পেরেছিলেন বলে আল্লাহর দরবারে বলতে পেরেছিলেন - **হে আল্লাহ আমি আপনার ইবাদাতের হক আদায় করতে পারিনি।**

পক্ষান্তরে ফেরাউন সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ঘোষণা করেছিল - **আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু।**

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সম্পদের দ্বারা এই পার্থিব জীবনে বেশ কিছু উপকার সাধিত হয়। তবে এ সম্পর্কে যে মানুষের সকল সংকট দূর করতে পারে তাও নয়।

যেমন সম্পদের বিনিময় আমি একটি চশমা কিনতে পারি কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কিনতে পারি না। সম্পদের বিনিময়ে নরম বিছানা কিনতে পারি কিন্তু ঘুম চিনতে পারি না। সম্পদের দ্বারা আমি বই-পুস্তক কিনতে পারি কিন্তু ইলম কিনতে পারি না। সম্পদের বিনিময় তোষামোদ অর্জন করতে পারি কিন্তু কারো অন্তরের ভালোবাসা লাভ করতে পারি না। সম্পদের দ্বারা অলংকার কিনতে পারি কিন্তু সৌন্দর্য তো কিনতে পারি না। সম্পদের বিনিময়ে চাকর-বাকর জোগাড় করতে পারি কিন্তু সন্তান কি আনতে পারি ? সম্পদের বিনিময় খেজাব (কলব) লাগাতে পারি কিন্তু যৌবন কি ফিরিয়ে আনতে পারি ? যায় প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো সম্পদ নয় জ্ঞান অর্জন করা। ইলম ও জ্ঞানের দ্বারাই এই দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত জীবন লাভ করা যায়। আমরা নিচের কয়েকটি পত্রস্থ করছি

তালিবে ইলমের গুণাবলী

সহীহ নিয়তে ইলম হাছিল করবো—আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়তে, আমলের নিয়তে, দীন ও শরীয়তের পুনর্জীবনের নিয়তে। অন্তর আলোকিত করার, বাতেনকে সুশজ্জিত করার এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে ইলম হাসিল করবো।

সুফিয়ান সাওরী বলেন, নিয়তের চাইতে কঠিন কোনো বিষয়ের মুখোমুখি আমি হইনি; যার মাধ্যমে দুনিয়ার স্বার্থ তথা— নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, পদ ও পদবি, অর্থ-সম্পদ উদ্দেশ্য হয় না। উদ্দেশ্য হয়না সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা, মানুষের সম্মান প্রাপ্তি বা নেতৃত্বের আসন অলংকিত করা। ভালোর বিনিময়ে মন্দ পেয়ে তাঁরা বরং সন্তুষ্ট থাকে।

* ইমাম নববী রহ. লেখেন, তালিবে ইলম স্বীয় ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি কামনা করবো দুনিয়াবী কোনো পদ-পদবী, অর্থবিত্ত, সুনাম-সুখ্যাতি, সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব, অধিক ছাত্রের সমাগম উদ্দেশ্য হবে না। হাদিয়া-তোহফা বা সেবা-খেদমত তোমার ইলমকে যেন কুলষিত না করে। অন্যথায় হাদিস-কোরআনে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে।

* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহঃ লেখেন, ইলমকে আল্লাহ পাক শুরু থেকেই দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্যের সাথে জড়িয়ে রেখেছেন। সুউচ্চ হিম্মত, সুদৃঢ় মনোবল, ইলমী গাইরত, দুনিয়া বিমুখিতা, মিতব্যয়িতা, রাত্রি জাগরণ, সাধনা-মোজাহাদা, দোয়া-রোনাজারি, ইলমী সফর, ইলমের উৎস সন্ধান, যোগ্য উস্তাদ তালশ করা; তাঁদের প্রতি বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্য, তাঁদের সম্মান করা, শুকর করা- এইসব তালিবে ইলমের অপরিহার্য গুণাবলী। -----

তালিবে ইলমের উচিত নিজ আত্মাকে সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, ধোঁকা-প্রতারণা থেকে পবিত্র রাখা। ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস ও বদঅভ্যাস থেকে মুক্ত থাকা; যাতে আত্মা ইলম গ্রহণের উপযুক্ত থাকে। এবং ইলমের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত হয়। কেননা ইলম বাতেনী ইবাদত। জাহেরী ইবাদত নামাজ যেমন জাহেরী তাহারাত ছাড়া হয় না, বাতেনী ইবাদত ইলমও বাতেনী তাহারাত ছাড়া হবে না। _____

তালিবে ইলমগণ নফল ইবাদত ও তেলাওয়াতে কোরআনের পাবন্দি করবো। জবানে ও অন্তরে সদা আল্লাহ পাকের জিকির রাখবো। হাদিস কোরআনে বর্ণিত দোয়া পড়বো। রাতদিন নফল নামাজ, রোজা ও দুরুদ জারি রাখবো।

মানুষের সাথে সদাচার করবে। হাসিমুখ থাকবে। সালাম দিবে। খানা খাওয়াবে। রাগ গোস্তা হজম করবে। মানুষকে কষ্ট দিবে না। তাদের বোঝা বহন করবে। নিজে ভোগ না করে তাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে। জুলুম করবে না, বরং ইনসাফ করবে। শুকরিয়া করবে। মানুষকে আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। তাদের প্রয়োজন মিটাবে। গরীব-দুঃখীর প্রতি সদয় থাকবে। পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সাথীদের সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করবে। তাদের সাহায্য সহযোগিতা করবে।

অল্লেতুষ্টি

ইলম অর্জনের পথে যা আসে তাই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে; অল্প হোক না কেন। পরিধানের জন্য যা পাওয়া যাবে তাই পরবে; পুরনো হোক না কেন। কঠিন দারিদ্র্যে ধৈর্য ধারণে ইলমে গভীরতা আসে। পার্থিব অভিলাস, উচ্চাশা থেকে অন্তরকে গুটিয়ে নাও; তাহলে তাতে ইলম ও হিকমতের বর্ণা বইবে।

শোরগোল থেকে দূরে থাকা

তালিবে ইলমের জন্য শোরগোল থেকে দূরে থাকা ভালো। কেননা নির্জনতা ও একাকিত্ব চিন্তার স্বচ্ছতার পক্ষে সহায়ক। চিন্তা ফিকির সচ্ছ হলে বিষয়বস্তু সহজে আত্মস্থ হয়। ইলম তো হাছিল হয় আকলের সাহায্যে। আর আকল খুবই

স্পর্শকাতর; সামান্য শোরগোলে তা ব্যহত হয়, বিগড়ে যায়। তাই বুঝা গেলো কঠিন ও সূক্ষ্ম ইলম অর্জনে স্থান-কালের গুরুত্ব অপরিসীমা তাতে সঠিক বুঝা ও সমঝা অর্জন হয়।

নেযামুল আওকাত

তালিবে ইলমের সব কাজ রুটিন মারফিক হওয়া চাই। খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-ঘুম, অজু, গোছল, ইবাদত-বন্দেগী, পড়ালেখা সবই হওয়া চাই নিয়মমারফিক। তাহলেই সে পৌঁছতে পারবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। সববিষয়ে গড়ে উঠতে পারবে পরিপক্ব হয়ে। অন্যথায় কোনো কোনো বিষয় কাঁচা থেকে যাবে। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল জাওযী তার বিখ্যাত কিতাব সাইদুল খাতিরে লেখেন, তালিবে ইলমের উচিত তার অধিকাংশ চেষ্টা-প্রচেষ্টা মুখস্থ ও তাকরারে ব্যয় করা। এতেই সবিশেষ মনোযোগ দেয়া। স্বাস্থ্যও একটা বাহন, তাতে অসাধ্য কিছু চাপালে বিগড়ে যেতে পারে। একঘেয়েমিতে মানুষের শক্তি সাহস, উদ্যম মনোবল যেহেতু স্থবির হয়ে যায় তাই নতুনত্ব প্রয়োজন। নতুনত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটা কাজ তথা

অধ্যয়ন, লেখালেখি, মুখস্থ করা, তাকরার করা সব রুটিনমারফিক করবে।

সকাল সন্ধ্যা রাখবে কিছু মুখস্থ করতো। বাকি সময় অধ্যয়ন, লেখালেখি ও বিশ্রামের জন্য রাখবে।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন জারনুজী রহ. বলেন, তালিবে ইলমের উচিত প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানো, যাতে মর্যাদা হাছিল করতে পারে। সময় কাজে লাগানোর সহজ পদ্ধতি হলো, সবসময় নিজের সাথে কাগজ কলম রাখবে, যাতে মূল্যবান কিছু শুনলে লিখে রাখা যায়। কেননা কথায় বলে, যা মুখস্থ করা হয় ভেগে যেতে চায়, আর যা লেখা হয় স্থায়ী থাকে।

কেউ কেউ বলেন, ইলম হলো যা উস্তাদের মুখ থেকে শোনা যায়। কেননা তাঁরা ভালো কিছুই মুখস্থ রাখেন। আবার যা মুখস্থ রাখেন তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথাকাটা বলেন। সর্বদা সাথে একটা কিতাব রাখবে মোতালায়া করতে।

বলা হয়ে থাকে, যার হাতায় কিতাব থাকে না তার ইলম পাকা হয় না।

সাথে লেখার জন্য খাতা কলম রাখবে যাতে উস্তাদের কাছে শোনা বিষয় লিখা যায়। (تعليم المتعلم ص)

সবর ও তাওয়াক্কুল

সবর তাওয়াক্কুল তথা ধৈর্য ও আল্লাহ পাকের প্রতি পরম নির্ভরতা তালিতে ইলমের প্রধান গুণ। বিশেষত বর্তমানের ঝাবিস্কন্ধ সময়ে সব তাওয়াক্কুলের বিকল্প নেই। এছাড়া তুমি মোতালায়ায় মনযোগ ধনে

রাখতে পারবে না। ভবিষ্যত ভাবনা ও পার্থিব উন্নতির চিন্তা তোমাকে অস্থির করে তুলবে। যদি অর্থ উপার্জনের কোন কাজে লেগে যাও আর যাই হোক তোমার ইলম অর্জন হবে না। ইলম দাবী করে অখণ্ড মনযোগ -

নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। সেখানে অন্যদিকে মনযোগ দেয়ার অবকাশ নেই। পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে ইলমের জন্য সর্বস্ব বলিন করলে তুমি পাবে সামান্য কিছু ইলম। বাইরের চাকচিক্য ও প্রযুক্তির ধাধায় যদি ধাধিয়ে যায়।

তোমার চোখ, সর্বদা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা যদি লেগে থাকে,

সবাই তো চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে, আমি কী করবো? আমার ভবিষ্যত তো অন্ধকার! এসব চিন্তায় ডুবে গেলে তোমার ইলম অর্জন হবে না। ভবিষ্যত তো আসলে আল্লাহর হাতে। আল্লাহ পাকই কারো ভবিষ্যত গড়েন, কারো ভবিষ্যত ভাঙেন। তোমার ভবিষ্যতের জিন্মাদার যখন আল্লাহ তাআলা তখন আর চিন্তা কী! আল্লাহর প্রতি একান্ত ভরসায় গভীর মোতালায় আত্মনিমগ্ন হও দেখো কী হয়!

ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ বিন হাসান যুবাইদীর সূত্রে বর্ণনা করেন, যে দ্বীনের তাফাকুহ হাছিল করে আল্লাহ পাক তাঁর সকল দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেন এবং তাকে অকল্পনীয়ভাবে রিজিক দেন।

পার্থিব সম্পর্কে জড়াবে না

ইলমের জন্য অখণ্ড মনযোগ কাম্য; সবকিছু থেকে সম্পর্কচ্ছেদ। আত্মায়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবকিছু তোমাকে ছাড়তে হবে। তাই বলে একেবারে ছেড়ে দেয়ার কথা বলছি না। অন্তত মাদরাসার সময়টুকু তুমি নির্বিঘ্ন কাটাবে। ছুটিতে বেড়াতে যাও দোষের কিছু নেই। পকেটে যদি থাকে মোবাইল; সারা দুনিয়ার হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার তুমি অংশীদার হতে চাও; কার বিয়ে হলো, কার দাদী মারা গেলো, কোথায় কোন দুর্ঘটনায় কতজন মারা গেলো; চব্বিশ ঘণ্টার আপডেট খবর যদি জানতে চাও, আর যাই হোক তোমার ইলম অর্জন হবে না। আবার ফেসবুক, ইন্টারনেটের খপ্পরে পড়লে তো কথাই নেই, লেখাপড়া তোমার লাটে উঠবে। অনেকে যুক্তি দেখায় ইন্টারনেটে কতকিছু পাওয়া যায়, সেখানে

জানার আছে কতকিছু! বলি, আগে কিতাবের পাতা থেকে ইলম উদ্ধার করতে শিখ। পরে না হয় ইন্টারনেটের অঁথে সাগরে সাঁতার কাটবে। অন্যথায় সেখানেও থৈ পাবে না। ফ্যাশনেবল জামা, লেটেস্ট মডেলের মোবাইল, নিত্ত নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার—এসব চিন্তায় যারা বিভোর থাকে তাদের ইলম অর্জন হয় না।

আলেম কাকে বলে ?

কেউ কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখলে বা কোনো বিষয়ে বয়ান করতে পারলেই কি তাকে আলেম বলা হয়? না, কখনো নয়। আলেম বলা হয় গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে যিনি ভালো জানেন এবং উপলব্ধি করে বেঁচএ থাকেন। গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে যার উপলব্ধি যত বেশি তিনি তত বড় আলেম। তিনি তত বড় মোত্তাকী ও পরহেজগার।

খোদাভীতির অপর নাম তাকওয়া। 'আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলেমগণই আল্লাহকে বেশি ভয় করেন।'। আমরা ডাক্তারদেরকে দেখি চর্বীযুক্ত খাবার খান না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে জনাব, কেন চর্বীযুক্ত খাবার খান না? তারা বলবে এগুলোর ক্ষতি সম্পর্কে আমরা জানি তাই পারতপক্ষে এগুলো এড়িয়ে চলি। যারা জানে না তারাই এসব গলাধঃকরণ করে। সকালে পরোটা, দুপুরে কোরমা পোলাও, বিকালে হালিম কাবাব; রাতে গোস্ত ভাত।

শরীরের রোগব্যাদি, ভালোমন্দ সম্পর্কে যা ধারণা যত স্বচ্ছ সে তত বেশি সতর্ক। ডাক্তারদের দেখবেন শরীর স্বাস্থ্য ভালো, রোগব্যাদিও হয় কম। কারণ, তারা শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভালো জানেন এবং সে অনুযায়ী চলেন। ডাক্তাররা কোথাও গেলে

যেখানে সেখানে পানি খান না। বোতলজাত পানি খান। হোটেলের খাবার খান না। খোলা খাবারও খান না। কারণ তারা জানেন পানিতে জীবাণু থাকে, খোলা খাবারের মশা-মাছি জীবাণু ছড়ায়, তাই তারা এসব এড়িয়ে চলে। ডাক্তারগণ যখন হাসপাতালে রোগী দেখতে যান হাতে গ্লাভস, মুখে মাস্ক পড়ে যান। কারণ, তারা জানেন রোগীর দেহ থেকে অন্যের দেহে জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। তাই এত সতর্কতা অবলম্বন করেন। এতে বোঝা গেলো, যে যত বেশি জানে সে ততো বেশি সজাগ ও সতর্ক।

বিদ্যুৎবাহী তার কি কোন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ধরবে? যত অনুরোধই করা হোক, যত অনুনয়ই করা হোকবলবে, আমি কি বেকুব নাকি! যদি বলা হয়, একবার মাত্র ধরুন! বলবে, বিদ্যুৎ একবারের জন্য কাউকে মাফ করেন। সাধারণ লোকের ধোঁকা খেতে পারে কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার নয়। তেমনি প্রকৃত আলেমও গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে জানেন। এবং গোনাহ থেকে দূরে থাকেন। গুনাহ কে ভয় করেন।

ভয় আবার দুই প্রকার। একটা হলো শিশুসুলভ ভয়। যেমন- কোনো বাচ্চা কাচের বোতল ভেঙে ফেলল। তার ভয় তার মা জানতে পারলে মারবেন, থাপ্পড় দিবেন। আরেক প্রকার হলো শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। যেমন- স্ত্রী স্বামীকে ভয় পাওয়া স্ত্রীর ভয় আমার স্বামী এত ভালো, সহৃদয় সজ্জন। আমার জন্য এত করেন। আমি তার অবাধ্য হই কীভাবে? তিনি আমার

সুখের সব বন্দোবস্ত করেন। আমার সাধ আহলাদ পূরণ করেন। আমাকে মাতৃত্বের গৌরব দান করেছেন। তার কথা তো অবশ্যই মানতে হবে।

স্বামী যদি বলেন, অমুকের সাথে কথা বলবে না। আর সে এসে দরজায় কড়া নাড়ো। সতী স্বাধীন স্ত্রী কখনো দরজা খুলবে না। তার ভয় স্বামী যদি

জানতে পারেন রাগ করবেন। হয়ত আমাকে রাখবেন না। এতসব নেয়ামত থেকে আমি বঞ্চিত হব। এই যে স্বামীর অসন্তুষ্টির ভয় আহলে ইলমদের ভয়ও তেমনি। আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির ভয়। তাঁদের ভয় যদি শয়তানের ধাঁকায়, নফসের কুমন্ত্রণায় পড়ে গোনাহ করে ফেলি আমার রবেব কারীম অসন্তুষ্ট হবেন। আমাকে তার রহমতের দরজা থেকে সরিয়ে দিবেন। রবেব কারীমের অসন্তুষ্টির ভয়ে তিনি গোনাহ থেকে বেঁচে

থাকেন। গোনাহগার কখনো বেলায়েতের দরজা লাভ করতে পারে না। যে অলী হতে চায় আবার কবির। গোনাহ করে এটা তো সুদূরপর্যন্ত।

সারকথা আলেম গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আমলও করে। কারণ, আমল না করলেও তো গোনাহ হবে। তাই যিনি ইলম অর্জন করার সাথে

সাথে আমল করেন, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন তিনিই প্রকৃত আলেম।

(قلب سليم)

সর্বশেষ গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করা।

